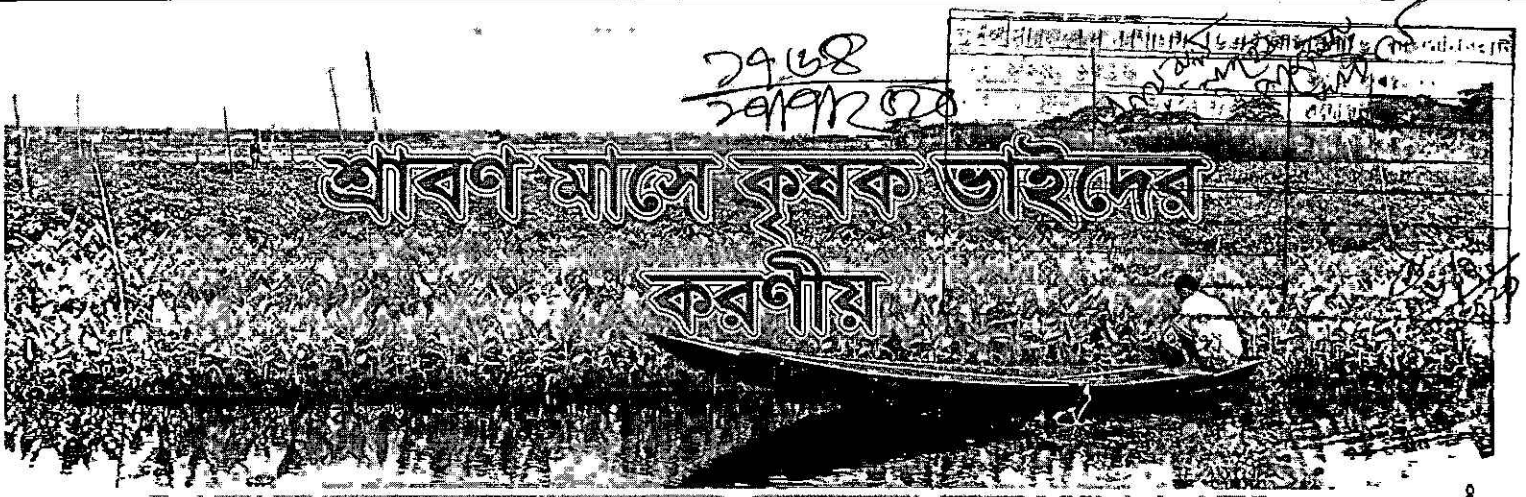

শ্রাবণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে কখনো কখনো শ্রাবণ মাসে খালবিল, নদীনাল, পুকুর ডোবা ভরে যায়, ভাসিয়ে দেয় মাঠ-ঘাট, প্রান্তর। তিল তিল করে করা কষ্টের কৃষি তলিয়ে যেতে পারে সর্বনাশা পানির নিচে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাটির টানে এ পানির সিংহভাগ চলে যায় সমুদ্রে। কৃষি কাজে ফিরে আসে ব্যস্ততা। আর এ প্রসঙ্গে জেনে নেবো কৃষির বৃহত্তর ভুবনে কোন কোন কাজগুলো করতে হবে আমাদের।

আউশ

- এসময় আউশ ধান পাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে;
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে লাগসই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে ভালো বীজ পাওয়া যাবে।

আমন ধান

- শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপণের ভরা মৌসুম। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে;
- রোপা আমনের আধুনিক এবং উন্নত জাতগুলো হলো বিআর ২২, বিআর ২৩, বিআর ২৫, ব্রিধান৩০, ব্রিধান৩১, ব্রিধান৩২, ব্রিধান৩৩, ব্রিধান৩৪, ব্রিধান৩৭, ব্রিধান৩৮, ব্রিধান৩৯, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, বিনাধান৪ এসব।
- উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপযোগী উফশী জাতের (ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২ এসব) চাষ করতে পারেন;
- খরা প্রকোপ এলাকার নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমন (ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪) চাষ করতে পারেন। সে সাথে জমির এক কোণে গর্ত করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন;
- চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এর ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫-২০ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে;
- গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারা লাগানোর ১০ দিনের মধ্যে প্রতি চার গুছির জন্য ১৮ গ্রামের ১টি গুটি ব্যবহার করতে হবে;
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে বাঁশের কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিতে পারেন যাতে পাখি বসতে পারে এবং এসব পাখি পোকা ধরে খেতে পারে।

পাট

- ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়;
- পাট পঁচানোর জন্য আটি বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে;
- ইতোমধ্যে পাট পচে গেলে আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে;
- পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এককেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়;
- যেখানে জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়;
- বন্যার কারণে অনেক সময় সরাসরি পাট গাছ থেকে বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই পাটের ডগা বা কান্ড কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে তা থেকে খুব সহজেই বীজ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

তুলা

- রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে আগাম শীত আসে, সে জন্য এসব অঞ্চলেএ মাসের মধ্যে তুলার বীজ বপন করতে হবে।

শাকসবজি

- বর্ষাকালে শুকনো জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স এমনকি পলিথিন ব্যাগে সবজির চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিস্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ করা;
- লতা জাতীয় গাছের বৃদ্ধি বেশি বৃদ্ধি হলে ১৫-২০ শতাংশ পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে;
- কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে;
- গত মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে।

গাছপালা

- এখন সারা দেশে গাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলদ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে;
- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। ১০দিন পরে গর্তে চারা/কলাম রোপণ করতে হবে;
- ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে;
- গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে।

প্রাণিসম্পদ

- আর্দ্র আবহাওয়ায় পোল্ট্রির রোগবালাই বেড়ে যায়। তাই খামার জীবাণুমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন প্রয়োগ, বায়োসিকিউরিটি এসব কাজগুলো সঠিকভাবে করতে হবে;
- আর্দ্র আবহাওয়ায় পোল্ট্রি ফিডগুলো অনেক সময়ই জমাট বেঁধে যায়। সেজন্য পোল্ট্রি ফিডগুলো মাঝে মাঝে রোদে দিতে হবে;
- বর্ষাকালে হাঁস মুরগিতে আফলাটক্সিন এর প্রকোপ বাড়ে। এতে হাঁস মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য সূর্যমুখীর খৈল, সয়াবিন মিল, মেইজ গ্লুটেন মিল, সরিষার খৈল, চালের কুড়া এসব ব্যবহার করা ভালো;
- গবাদি পশুকে পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ দূষিত পানি খাওয়ালে নানা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে;
- গো খাদ্যের জন্য রাস্তার পাশে, পুকুর পাড়ে বা পতিত জায়গায় জালজাতীয় শস্যের আবাদ করতে হবে।
- গরু, মহিষ ও ছাগল ভেড়াকে যতটা সম্ভব উঁচু জায়গায় রাখতে হবে।

মৎস্যসম্পদ

- চারা পুকুরের মাছ ৫-৭ সেন্টিমিটার পরিমাণ বড় হলে মজুত পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে হবে;
- সাথে সাথে গত বছর মজুত পুকুরে ছাড়া মাছ বিক্রি করে দিতে হবে;
- পানি বৃদ্ধির কারণে পুকুর থেকে মাছ যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে এজন্য পুকুরের পাড় বেঁধে উচু করে দিতে হবে অথবা জাল দিয়ে মাছ আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;
- পানি বেড়ে গেলে মাছের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সময় পুকুরে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে;
- জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আমাদের সবার সম্মিলিত, আন্তরিক ও কার্যকরি সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ মাসের কৃষির সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে ভালো উৎপাদন সম্ভব। সেজন্য আধুনিক কৃষির কৌশলগুলো যেমন অবলম্বন করতে হবে তেমনি সব কাজ করতে হবে আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিতভাবে। আর কৃষির যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার নিকটস্থ উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে অবস্থিত কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যে কোন মোবাইল অপারেটর থেকে যে কোন স্থান থেকে কল করে নিতে পারেন বিশেষজ্ঞে পরামর্শ। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা কৃষিকে নিয়ে যাবে উন্নতির শিখরে। কৃষি সমৃদ্ধিতে আমরা সবাই গর্বিত অংশীদার।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারি কৃষি অফিসার বা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া, কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে (১৬১২৩ নম্বরে) ফোন করুন।

প্রচারে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর | কৃষি মন্ত্রণালয়